নতুন জনপ্রতিনিধি পাবে নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের ভোটার

প্রথম জনপ্রতিনিধির স্বাদ পেতে যাচ্ছে নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের জনগণ। নবগঠিত এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থী বিহীন ভোট হবে প্রথম বছরেই।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের চেয়ারম্যান, সাধারণ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থীরা তাদের প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছেন পূর্ণমাত্রাই।

আমঝুপি ইউনিয়ন কে ভেঙে শ্যামপুর ইউনিয়ন করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবার।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

এই শ্যামপুর ইউনিয়নে প্রথম চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার হওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থীরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তবে কারা এই ইউনিয়নের প্রথম জনপ্রতিনিধি হতে যাচ্ছেন তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে এখন কয়েক ঘন্টা।

শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে ৭ জনপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন আক্তার হোসেন (অটোরিকশা), মতিয়ার রহমান (চশমা), খিলাফত আলী (নাঙ্গল), আবুল হাসেম (ঘোড়া), কামরুল হাসান (আনারস), আব্দুল বারী (ঢোল), ও নয়ন হাবিব (মোটরসাইকেল)।

নবগঠিত এই ইউনিয়নে ঝাউবাড়িয়া, দীঘিরপাড়া, রামনগর, গোপালপুর, বসন্তপুর, শ্যামপুর, আলমপুর, মদনাডাঙ্গা, ধুঁষারপাড়া, বেলতলাপাড়া, বেলেগাড়ি গ্রাম নিয়ে এই ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে।

নবগঠিত এই ইউনিয়নে মোট ভোটার সংখ্যা ১৭ হাজার ২১৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮৬০৬ জন ও নারী ভোটার সংখ্যা ৮৬০৮ জন।

মোট ভোটারের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে রয়েছে ১ হাজার ৬৩০ জন, ২ নং ওয়ার্ডে ১ হাজার ৯৫৪ জন, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ হাজার ২৮৯ জন, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ হাজার ৫০১ জন, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ হাজার ৬০ জন, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ হাজার ৭২৪ জন, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ হাজার ৯৭২ জন, ৮ নং

ওয়ার্ডে ১ হাজার ৬৭৯ এবং ৯ নং ওয়ার্ডে ২ হাজার ৪০৫ জন ভোটার রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের মোট ৯ টি কেন্দ্রে ৫৪ টি কক্ষে ভোট গ্রহণ চলবে।

সংরক্ষিত সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে আসমা খাতুন (বক), রুপালি খাতুন (তালগাছ), কাকলী খাতুন (জিরাফ), সিমা খাতুন (মাইক), ২ নং ওয়ার্ডে ফজিলা খাতুন(মাইক), মনোয়ারা খাতুন(বক),সোনিয়া আক্তার (তালগাছ), ৩ নং ওয়ার্ডে আরিফা খাতুন (মাইক), নাশেদা আক্তার (বক), নাজমা আক্তার (তালগাছ), ফাহিমা খাতুন (সূর্যমুখী ফুল) ও মাজেদা খাতুন (জিরাফ)।

এছাড়াও শ্যামপুর ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে জহুর আলী (তালা), এস এম ইকবাল (ঘুড়ি), আব্বাসউদ্দীন (টিউবওয়েল), সলেমান (মোরগ), চাঁদ আলী (ফুটবল), আলমগীর হোসেন (বৈদ্যুতিক পাখা), ২ নং ওয়ার্ডে রবিউল ইসলাম (মোরগ), আনারুল ইসলাম (তালা), মোয়াজ্জেম হোসেন (ফুটবল), আব্দুল হান্নান (টিউবওয়েল), ৩ নং ওয়ার্ডে আব্দুল আজিজ (মোরগ), শহিদুর রহমান (টিউবওয়েল), একরামুল হক (ফুটবল), ৪নং ওয়ার্ডে তরিকুল ইসলাম (আপেল), শামিম রেজা (মোরগ), সবুজ জোয়ার্দার (বৈদ্যুতিক পাখা), সুজন জোয়ারদার (ঘুড়ি), আব্দুর রাজ্জাক (তালা), তারিকুল ইসলাম (ফুটবল), বাবুল হক (ক্রিকেট ব্যাট), আরিফুল (টিউবওয়েল), ৫ নং ওয়ার্ডে আওলাদ হোসেন (ফুটবল) বদরুদ্দীন (টিউবওয়েল), ৬ নং ওয়ার্ডে রবিউল ইসলাম (ঘুড়ি), মতিয়ার রহমান (মোরগ), আবুল হাশেম (টিউবওয়েল), আব্দুস সালাম (ফুটবল), আবুল কালাম আজাদ (বৈদ্যুতিক ফ্যান), মুজিবুর রহমান (তালা

মেহেরপুরে ৫ ইউপি চেয়ারম্যান, ৩৩ সাধারণ, নারী সদস্য ও

কাউন্সিলর প্রার্থীরা প্রার্থীতা প্রত্যাহার

১৫ জুন আসন্ন মেহেরপুর পৌরসভা, সদর উপজেলার পিরোজপুর, আমঝুপি, নব গঠিত বারাদী ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের ২৬ মে প্রার্থীতা প্রত্যহারের শেষ দিন।

এদিনে শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীসহ ৫ জন চেয়ারম্যান, ৩১ জন সাধারণ সদস্য (মেম্বর) ও ২ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যাহারকৃত চেয়ারম্যান প্রার্থীতা হলেন, নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থী আব্দুর রব বিশ্বাস, নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের মাহফুজুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, আরজুল্লাহ রহমান ও পিরোজপুর ইউনিয়নের সামসুল আলম প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এসব ইউনিয়নে ৩১ জন সাধারণ সদস্য তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন। এরা হলেন, বারাদী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য আলতাব হোসেন, ৫ নং ওয়ার্ডের হাসানুজ্জামান, ৪ নং ওয়ার্ডের মহররম হোসেন, ৫ নং ওয়ার্ডের হাসানুজ্জামান, পিরোজপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের ইমাদুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের জন বিশ্বাস, ৪ নং ওয়ার্ডের আরিফুল ইসলাম খান,৬ নং ওয়ার্ডের আরিফুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ডের রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের ইনছান আলী, ৫ নং ওয়ার্ডের ইদ্রিস আলী, ৭ নং ওয়ার্ডের ইকরাম হোসেন, আব্দুল বারী, ৯ নং ওয়ার্ডের জাহাঙ্গীর হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের মুক্তারুল ইসলাম, ৭ নং ওয়ার্ডের মজিবর রহমান, ৯ নং ওয়ার্ডের আলাল হোসেন, শামীম হোসেন ও সেলিম হোসেন।এছাড়া সংরক্ষিত নারী সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, বারাদী ইউনিয়নের সংরক্ষিত ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য লালবানু খাতুন, শ্যামপুর ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য জেসমিন খাতুন। এছাড়া
মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মিজানুর রহমান জনি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জন মেহেরপুর পৌরসভা, সদর উপজেলার বারাদী, পিরোজপুর, শ্যামপুর ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ভাতিজাকে নির্বাচনী মাঠ ছেড়ে দিলেন চাচা

সম্পর্কে চাচা ভাস্তে। তাই এবার ভাস্তেকে নির্বাচনী মাঠ ছেড়ে দিলাম। আজ রবিবার (২২ মে) দুপুরে আমঝুপি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে এসে বললেন চাচা ইকরামুল হক।
আমঝুপি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থী ছিলেন ইকরামুল হক ও মামাত ভাইয়ের ছেলে ওয়াহেদুজ্জামান।
আত্মীয়র মধ্যে দুজন প্রার্থী হওয়ায় সবাই অনুরোধ করেছে বসে যাওয়ার জন্য। তাই ভাস্তে ওয়াহেদুজ্জামানকে ভোট করার জন্য ছেড়ে দিতেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, আমঝুপি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে মোট ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। এরা হলেন, ওয়াহেদুজ্জামান, শাকিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, জাব্বারুল ইসলাম, তারিকুল ইসলাম, শাহ আলম, মাসুদ রানা ও আব্দুল বারী ও ইকরামুল হক। ইকরামুল হক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ৮ জন প্রার্থী নির্বাচনী যুদ্ধে থাকলেন।
উল্লেখ্য, নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী ২৫ মে। এছাড়া আমঝুপিসহ জেলার ৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আগামী ১৫ জন অনুষ্ঠিত হবে।
আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসার আব্দুল আজিজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে আ.লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় হামলা, উভয়পক্ষের আহত ৯

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারস প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া পালটা হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত তিতুদহ বাজার ও গ্রীসনগরে এলাকায় দফায় দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
দুই পক্ষের কয়েকটি অফিস, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে তসলিম উদ্দিন নামে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক কর্মীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম সহ উভয়পক্ষের মোট আটজন আহত হয়েছে।
এদিকে আ.লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী শুকুর আলীর তিনটি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান টিপুর দুটি নির্বাচনী অফিস পাল্টাপাল্টি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থকের মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়।
খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশে ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এ হামলার ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন ঘটনা আমি শুনেছি দুই গ্রপে মারামারীর ঘটনা ঘটছে। সাথে সাথে আমি আমার ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি।আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।এদের মধ্যে ১ জনের অবস্হা খুব গুরুতর।

মেহেরপুরে ৬টি ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী ২৮

তৃতীয় দফায় মেহেরপুরের দুটি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শেষ দিনে পর্যন্ত ২৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা